ফাইনালে
আইএসএল কাপের ফাইনালে সবুজ-মেরুন
১২

সংবাদ প্রতিদিন

সংবাদ প্রতিদিন প্রেসক্রিপশন
সায়াটিকা কুপোকাত
৯

sangbadpratidin.in
epratidin.in
২৫ চৈত্র ১৪৩১
৪.০০ টাকা
কলকাতা সংস্করণ
মঙ্গলবার | ৮ এপ্রিল ২০২৫
আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৫°/৩৫° সর্বাধিক
১২ পাতা

নেতাজি ইন্ডোরে ঢোকার লাইনে চাকরিহারারা। —পিন্টু প্রধান

নেতাজি ইন্ডোরে চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা

‘স্কুলে যান, ভরসা রাখুন’

বেছে দিক সুপ্রিম কোর্ট, আইনি পথে যাচ্ছে রাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার : যে আশ্বাস শুনতে চেয়েছিলেন, তার থেকে বেশিই প্রাপ্তি হল!

চাকরি তো যাবেই না। হবে না ‘সার্ভিস ব্রেক’। এমনকী, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সুরাহা না মিললে বিকল্প পথের ব্যবস্থাও তৈরি। সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুনলেন চাকরিহারাদের আর্তি। ভরসা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ‘‘আমি বেঁচে থাকাকালীন যোগ্য প্রার্থীদের কারও চাকরি কেড়ে নিতে দেব না। এটা আমার কমিটমেন্ট।’’

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি গিয়েছে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর। কিন্তু তাঁদের ‘টার্মিনেশন লেটার’ দেওয়া হয়নি। কারণ, কে যোগ্য আর কে অযোগ্য তার স্পষ্ট তালিকা দেয়নি আদালত। তাই নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে কোনও বাধা নেই। চাকরিহারাদের সমাবেশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রায়ের সেই অস্পষ্টতার দিকেই ইঙ্গিত করে জানান, রাজ্য সরকারের প্রথম কাজই হবে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ‘রিভিউ পিটিশন’ দেওয়া। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের কাছে জানতে চাওয়া, কারা যোগ্য আর কারাই বা অযোগ্য, তার তালিকা দেওয়া হোক। এর জন্য কিছুটা সময় লাগবে। যেহেতু আদালত রায় দিয়েছে, তাই আইন এই প্রক্রিয়ার মধ্যে শিক্ষিক-শিক্ষিকাদের ‘ভলান্টারি’ বা ‘স্বেচ্ছায়’ স্কুলে গিয়ে পঠনপাঠন অব্যাহত রাখার পরামর্শ দিলেন তিনি। আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমি কোর্টের ভাষা বলছি, যেহেতু কোর্টের রায়ের মধ্যে রয়েছি। কারণ কোর্ট আমায় বলতে পারে আমি বাতিল করলাম তুমি কেন ওদের যোগ দিতে বলছ? তাই আমি বলছি যে কেউ সার্ভিস দিতে পারেন মানবিকতার জন্য, তাঁদের সার্ভিস কেউ কাটতে পারে না। আপনারা ভলান্টারি কাজ করুন। বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধি খরচ করে বাকিটা বুঝে নিন।’’

চাকরিহারাদের জানালেন, যে যেখানে চাকরি করছেন, সেখানে গিয়ে কাজ করতে। যাতে তাঁদের চাকরির নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকে। পাঁচের পাতায়

■ নেতাজি ইন্ডোরে চাকরিহারাদের সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার। —প্রতিদিন চিত্র

একনজরে

■ ভলান্টারি সার্ভিস দিতে কাজ করুন। চাকরি যাওয়ার নোটিস হয়নি। আমি কোর্টের ভাষায় কথা বলছি, বাকিটা বুদ্ধি করে বুঝে নিন।

■ আগে যোগ্যদেরটা সামলাতে দিন। তারপর বাকিদেরটা দেখব। যাদের অযোগ্য বলা হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কী তথ্যপ্রমাণ আছে তাও দেখতে হবে।

■ আমার ‘এ, বি, সি, ডি’ সব ফর্মুলা তৈরি। এখন সেগুলো আলোচনা করছি না।

৯, ১১ই মিছিল

■ রামবামের চাকরি খাওয়ার চক্রান্তের প্রতিবাদে ৯ এপ্রিল বিকেল তিনটেয় কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা তৃণমূল ছাত্রযুবদের মিছিল। রাজ্যের সর্বত্র মিছিল হবে ১১ এপ্রিল।

রান্নার গ্যাস বাড়ল ৫০ টাকা

কেন্দ্র শুল্ক বাড়াল পেট্রোল, ডিজেলেও

নয়াদিল্লি : মূল্যবৃদ্ধির ফাঁসে জর্জরিত আম জনতার আরও ‘দুর্দিন’। রান্নার গ্যাস আরও মহার্ঘ হল। সোমবার কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার পিছু দাম ৫০ টাকা বৃদ্ধি করেছে। উজ্জ্বলা যোজনা-সহ সমস্ত ক্ষেত্রেই এই দাম প্রযোজ্য হয়েছে সোমবার মধ্যরাত থেকে। কলকাতায় ১৪.২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের নতুন দাম হবে ৮৭৯ টাকা। স্বাভাবিকভাবে রান্নার গ্যাসের দামবৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্তের সংসার চালানোর খরচ আরও বাড়ল। অন্যদিকে, বিশ্ববাজারে ক্রমেই কমছে তেলের দাম। সেই আবহে সোমবার পেট্রল ও ডিজেলের উপর অতিরিক্ত দু’টাকা অন্তঃশুল্ক বসানোর ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এখন থেকে পেট্রোলের উপর অন্তঃশুল্ক বাড়িয়ে ১৩ টাকা করা হল। ডিজেলের ক্ষেত্রে ওই শুল্ক ১০ টাকা করা হয়েছে। তবে খুচরো দামে এর কোনও প্রভাব পড়বে না। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমায় খুচরো ক্রেতা যে দাম কমার সুযোগ পেত, সেটা তারা পাবে না। অতিরিক্ত শুল্কে কেন্দ্রের কোষাগার ভরা হবে।

এলপিজি ও পেট্রোল-ডিজেলের আচমকা মূল্যবৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি। এদিন কলকাতায় তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ কেন্দ্র সরকার ও কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, “এটা জনতাকে রামনবমীর উপহার! আগের দিন হইচই করে রামনবমী পালন করে আজকে রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিল। পাঁচের পাতায়

■ ওষুধের পর রান্নার গ্যাসে সিলিন্ডার পিছু ৫০ টাকা দাম বাড়াল কেন্দ্র। কলকাতায় সিলিন্ডার হল ৮৭৯ টাকা।

■ বিশ্ববাজারে দাম কমলেও দেশে পেট্রোল-ডিজেল সস্তা হল না। কারণ কেন্দ্র লিটারে ২ টাকা অন্তঃশুল্ক বাড়াল।

■ জনগণের উপর এইভাবে চাপ বাড়িয়ে বিপুল আয়ের রাস্তা প্রশস্ত করল কেন্দ্র।

এক ঝলক

শেয়ার বাজারে বিশাল পতন

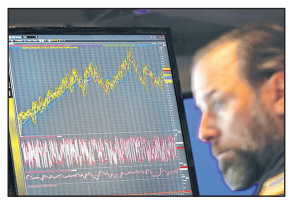

■ নয়াদিল্লি : গোটা বিশ্বের সঙ্গে ভারতের শেয়ারবাজারও সোমবার বিপুল পতনের সাক্ষী থাকল। সেনসেক্সের সূচক প্রায় ৩ শতাংশ পড়ে গিয়েছে। বাজার থেকে ২০ লক্ষ কোটি টাকার উপর উধাও। ট্রাম্পের শুল্কনীতির জের পড়েছে বিশ্বের সমস্ত শেয়ারবাজারে। বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার শেয়ারসূচকও প্রায় দু’হাজার পয়েন্ট পড়ে যায়। বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারের পতনের ফলে বড়সড় আর্থিক মন্দার আশঙ্কা শুরু হয়েছে।

সাতদিন আটকে ২৩ জনে ধর্ষণ

■ বারাণসী : আবার সেই যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ। আবার আর এক হাড়হিম করা ভয়াবহ গণধর্ষণের ঘটনা। ১৯ বছরের এই তরুণীকে সাতদিন আটকে রেখে মোট ২৩ জন ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে বারাণসীর লালপুর পাণ্ডেপুর থানা এলাকায়। ২৯ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল, টানা সাতদিন এই ঘটনাটি ঘটে। তরুণী দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। গণধর্ষণের পর নির্যাতিতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বাড়ির কাছে রাস্তার ধারে ফেলে দেওয়া হয়। রবিবার নির্যাতিতার বাবা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন।

ভিডিও কল করে আত্মঘাতী যুগল

■ মালদহ : পরিবারের অমতে দু’জনে কিছুদিন ধরে প্রেম করছিলেন। তা থেকেই পারিবারিক কলহ এবং অবসাদ। মালদহের বামনগোলায় বন্ধুকে ভিডিও কল করে আত্মঘাতী হলেন যুগল। এঁদের নাম ফুলটুস মণ্ডল এবং রাখী মণ্ডল। ফুলটুস দিনমজুরের কাজ করতেন। রাখী দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার এক বন্ধুকে ভিডিও কল করে এঁরা দু’জনে একসঙ্গে বিষপান করেন। অচৈতন্য অবস্থায় দু’জনকেই গাজল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রবিবার দু’জনকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজে আনা হলে সেখানেই দু’জনের মৃত্যু হয়।

তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা রাজ্যে

■ কলকাতা : সোমবারও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দিনের বেলায় ভ্যাপসা গরম থাকলেও এই সপ্তাহে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে বলে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। পাহাড়-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি চলছে। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। আজ, মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। শনিবার পর্যন্ত এই ঝড়বৃষ্টি চলবে। ফলে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে।

নিন্দিত বাম, সর্বদলে সদিচ্ছা প্রমাণের দাবি চাকরিহারাদের

স্টাফ রিপোর্টার : চাকরি যাওয়া ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সভায় বাম-বিজেপির উপর আক্রমণ আরও তীব্র করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে বর্তমান বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায় অন্যদিকে সিপিএম সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্যর সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করার মামলা, এই দুই ঘটনাকে একসূত্রে মিলিয়ে মমতা বলেছেন, ‘‘কেন বিকাশ ভট্টাচার্যকে রাজনৈতিকভাবে ‘আইসোলেটেড’ করা হবে না? সিপিএমকে উত্তর দিতে হবে? এখন যাঁরা বলছেন ’২৬-এর ভোটে তৃণমূলের পরাজয় হলে চাকরি ফিরিয়ে দেবেন, তাঁরা চাকরি কাড়লেন কেন?’’ মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকেই বিরোধীদের একহাত নিয়েছেন চাকরিহারারা। তাঁরা বলেছেন, ‘‘আমাদের চাকরি যাওয়ার পর থেকে রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এবং যাঁরা আমাদের চাকরি যাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছেন সেই আইনজীবীরা হা-হুতাশ পালন করলেন। বলছেন অবিচার হয়েছে। আদতে তাঁরা সহমর্মী না কি আমাদের হতাশা নিয়ে মার্কেটিং করছেন? সর্বদল বৈঠকে তাঁরা তাঁদের সদিচ্ছা প্রকাশ করুন।’’

চাকরি খাওয়ার পিছনে থাকা বিকাশ ভট্টাচার্যকে কেন আইসোলেট করা হবে না?
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এদিনের বৈঠকে মমতা ছিলেন আক্রমণাত্মক মেজাজে। তিনি বলেন, ‘‘২০২২ সাল থেকে একটা নোংরা খেলা শুরু হয়েছে। চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই, চাকরি কাড়ার চেষ্টা। ধিক্কার জানাই। কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোশ? অভিজিৎবাবুর বেঞ্চে অর্থাৎ, সিঙ্গল বেঞ্চে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির লিস্ট বাতিল করে দেওয়া হল। তারপর ডিভিশন বেঞ্চ। এরপর সিবিআইকে দেওয়া হল। আমরা সিবিআইকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছিলাম। বললাম, বাছুন কে যোগ্য, কে অযোগ্য। প্রমাণ করতে পারলে মেনে নেব। কেউ ভুল করে থাকলে তার দায়িত্ব আমরা নেব কেন? আমরা চাই যোগ্যরাই চাকরি পাক। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এখন আক্রমণ করা হচ্ছে। যে মানুষটা জানে না কী হয়েছে, আমি আমার জীবনে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, কারও চাকরি আমি খাইনি। সিপিএম জমানার কারও চাকরি আমি খাইনি। কারণ ‘বদলা নয়, বদল চাই’ বলেছিলাম। আর তুমি গিয়ে কোর্টে মামলা করে চাকরিগুলো খেয়ে নিলে? এই বিকাশ ভট্টাচার্যকে কেন আইসোলেট করা হবে না? পাঁচের পাতায়

সুপ্রিম কোর্টে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

স্টাফ রিপোর্টার: কোনও স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৯, তার মধ্যে ৮ জনেরই চাকরি চলে গিয়েছে। আবার কোনও স্কুলে ২৭ জনের মধ্যে চাকরি হারিয়েছেন ২৫ জন। কোথাও বা ৬ জন শিক্ষকের মধ্যে চাকরি হারিয়েছেন তিন জন। আবার কোনও কোনও স্কুলে ঘণ্টা বাজানোর লোকই নেই। সেই কাজ করতে হচ্ছে স্কুলের শিক্ষকদেরই। সোমবার এমনই সব তথ্য তুলে ধরে ২৫,৭৫২ জন শিক্ষক পাঁচের পাতায়

মামলা ছাড়লেন বিচারপতি সেন

স্টাফ রিপোর্টার: প্রাথমিকে চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলার শুনানি থেকে অব্যাহতি নিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন। মামলাটি শুনানির জন্য বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে। বিচারপতি সেন ব্যক্তিগত কারণে অব্যাহতি নিয়েছেন। এর আগে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে ৩২ হাজার পাঁচের পাতায়

আস্থাই, তবে আর পরীক্ষা নয় : দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : মঞ্চে বসে চুপ করে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতিনিধিদের কথা শুনছিলেন তিনি। তাঁদের দাবিও শুনলেন। ততক্ষণে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ফ্লোর থেকে গ্যালারি, উসখুস করছে, কতক্ষণে তিনি বলবেন। শুরুতেই যখন তিনি বললেন, ‘‘আমি মনে করি মানুষ যখন বিপদে পড়ে, সে লাল কি সাদা কি হলুদ কি সবুজ তা দেখার দরকার নেই। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের অহংকার, তাঁদের মর্যাদা, তাঁদের সম্মান, তাঁদের অস্তিত্ব, তাঁদের অস্মিতা, সব কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না।’’

এই আশ্বাসটুকুই বোধহয় শুনতে এসেছিলেন চাকরিহারারা!

দেশের শীর্ষ আদালত চাকরি কেড়ে নিয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নেমে পড়েছে জল ঘোলা করতে। শুধু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, তিনি পাশে ছিলেন, আছেন, থাকবেন। সেই ভরসাটুকু নিয়ে সোমবার এসেছিলেন চাকরিহারারা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বললেন, ‘‘আমি যদি কাউকে কথা দিই, শেষ পর্যন্ত সেটা করে দেখাই। আমি জানি অনেক পরিবার আছে। যাঁরা গাড়ির জন্য লোন নিয়েছেন, বাড়ির জন্য লোন নিয়েছেন, বাচ্চার পড়াশোনা চালাচ্ছেন, বৃদ্ধা বাবা-মাকে দেখেন, ওষুধের খরচ দেন, সংসার চালান, নতুন বিয়ে করেছেন, আপনারা কি ভাবেন আমি এত বোকা? যে তাঁদের সবটা বাতিল করে দেব তাঁরা অযোগ্য নন জেনেও? এটা হতে পারে না। যাঁরা যোগ্য তাঁরা নিশ্চিন্তে থাকুন। ভরসা রাখুন, আস্থা রাখুন, পাবেনই।’’ পাঁচের পাতায়

■ চাকরিহারাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নেতাজি ইন্ডোরে। —কৌশিক দত্ত

বিচ্ছেদে নবজীবন, বিরল অস্ত্রোপচারের রজতজয়ন্তী

অর্ক দে
বর্ধমান

‘বিচ্ছেদের’ ২৫ বছর! তা স্মরণীর দুই যমজ বোনের। তবে সেই বিচ্ছেদ দুঃখের নয়। বরং আনন্দের। আত্মীয় স্বজন থেকে চিকিৎসক সকলেই ‘মোনা’ ও ‘লিসা’র হাসিতে খুশি।

এই ‘বিচ্ছেদে’ আনন্দ কেন? তার নেপথ্যে একটি ঘটনাপ্রবাহ রয়েছে। ২৫ বছর আগ পূর্ব বর্ধমানের রায়নার এক পুরোহিতের স্ত্রী নার্সিংহোমে যজম সন্তান প্রসব করেছিলেন। দুই যমজ বোনের শরীর জোড়া। নাম দেওয়া হয়েছিল তাদের মোনা ও লিসা। এমন যমজ সন্তানকে কুসংস্কারের কারণে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাননি পুরোহিত। তবে চিকিৎসক নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দুই শিশুকে দত্তক নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই বিরল অস্ত্রোপচারে সুস্থ জীবন পায় মোনা ও লিসা। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শিশু দুটির চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। তিনি শিশু দুটিকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। এক মাস বয়স থেকে ৯ মাস পর্যন্ত শিশু দুটিকে মেডিক্যাল বোর্ডের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। এরপর তাদের সফল অস্ত্রোপাচার সম্ভব হয়। চিকিৎসক মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘জন্মগত ত্রুটির কারণে শিশু দুটির পাঁজরের অংশ একসঙ্গে জুড়ে ছিল। এই ধরনের ঘটনাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় কনজয়েন্ট টুইন বলা হয়। সাধারণত এক্ষেত্রে দুটি শিশুই একটি লিঙ্গের হতে থাকে। শিশু দুটির শরীরের অন্যান্য অংশ আলাদা থাকলেও তাদের দুজনের একটিমাত্র লিভার বা যকৃত ছিল। এই ধরনের শিশুদের অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আলাদা করার ক্ষেত্রে জীবনহানির আশঙ্কা থাকে। অস্ত্রোপচারে তা সফল হয়েছে।’’

চিকিৎসক জানান, আজ থেকে ২৫ বছর আগে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে এই ধরনের অস্ত্রোপচার কল্পনার অতীত ছিল। বর্তমান সময়ে অনেক উন্নত মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার হলেও সেই সময় উন্নত যন্ত্রপাতি সেভাবে ছিল না। তবু কনজয়েন্ট টুইন শিশুর সফল অস্ত্রোপচার হয়।

মোনা ও লিসার বয়স এখন ২৫ বছর। পড়াশোনার পর তাঁদের বিয়েও হয়ে গিয়েছে। তাঁরা এখন এক সন্তানের মাও। দু’জনেই সংসার করছেন সুখে। চিকিৎসক মুখোপাধ্যায় মাঝে মধ্যে খোঁজ নেন তাঁদের। চিকিৎসক বলেন, ‘‘২৫বছর আগে বিরল অস্ত্রোপাচার। তখন এতো প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো ছিল না। মোনা ও লিসা যে এখন হাসছে, তাতে আমাদের সকলের প্রাণ জুড়োয়।’’

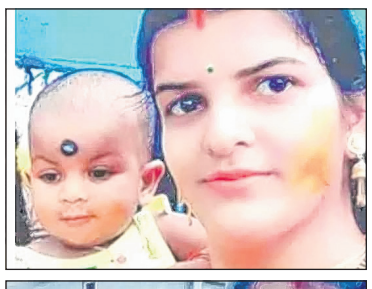

■ (বাঁয়ে) চিকিৎসক নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। (ডাইনে) সন্তানসহ মোনা ও লিসা।

দুর্নীতি ফাঁস! ত্রিপুরায় গোটা পরীক্ষাই বাতিল

আগরতলা: বেগতিক বুঝেই ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা!

দমকল দপ্তরে নিয়োগের জন্য হওয়া লিখিত পরীক্ষা বাতিল করে দিল ত্রিপুরার বিজেপি সরকার। পরীক্ষা বাতিলের কারণ হিসাবে সাফাই দেওয়া হয়েছে, পরীক্ষকেরা বড় ভুল এবং গোলমাল শনাক্ত করতে পেরেছেন। নতুন পরীক্ষার দিন পরে জানানো হবে। সব থেকে বড় কথা, ২০২৩ সালের ৮ জানুয়ারি ত্রিপুরার দমকল এবং জরুরি পরিষেবা দপ্তরে নিয়োগের জন্য এই লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল। কিন্তু দু’বছর পেরিয়ে গেলেও পরীক্ষার ফলপ্রকাশ করেনি তারা। দ্রুত ফলপ্রকাশের দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরে বিক্ষোভ দেখান চাকরিপ্রার্থীরা। চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষোভ যখন বাড়ছিল, ঠিক তখনই পরীক্ষাটাই বাতিল করে দিল ত্রিপুরার বিজেপি সরকার। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল।

বিষয়টি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই মানিক সাহার সরকারকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, প্রথম থেকেই বিষয়টি নিয়ে গন্ডগোল ছিল। চূড়ান্ত দুর্নীতি চালিয়েছিল রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা বিজেপি সরকার। নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে বুঝেই তড়িঘড়ি ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করল। কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, অনেকদিন ধরেই একাধিক পরীক্ষায় দুর্নীতির খবর সামনে আসছে। মানিক সাহার নেতৃত্বাধীন সরকার ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। শুধু দমকল দপ্তর নয়, দুর্নীতির জাল ছড়িয়ে রয়েছে অন্যত্রও। যদিও বিজেপির সাফাই, সমস্যা ধরা পড়তেই দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে।